রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ১৭, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/০১ জুন ২০২৫

নং **০৩.০০.২৬৯০.০০০.০৮১.১৪.০০০৩.২৫.৮৪**—কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বন্দোবস্তকৃত বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় সরকারি ভূমিতে অননুমোদিত ও অস্থায়ীভাবে বসবাসরত, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত, ক্ষতিগ্রস্ত ও ভূমিহীন পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনসহ জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে ২০২০ সালে 'খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প' এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প শুরুর পর দুইবার ডিপিপি সংশোধন করা হয়। গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ডিপিপি সংশোধন করে প্রকল্পটির নাম পরিবর্তনপূর্বক 'জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার' করা হয় এবং প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ২০২০ সালে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প থেকে নির্মিত ২০টি ভবনসহ এই প্রকল্পে মোট ১২৯টি আবাসিক ভবন, চারটি সাইক্লোন শেল্টার, একটি মসজিদ, একটি মন্দির, একটি কমিউনিটি সেন্টার, একটি মার্কেট কমপ্লেক্সসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধাদি রয়েছে।

কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বন্দোবস্তকৃত বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় জলবায়ু উদ্বাস্তু ও ভূমিহীন পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আবাসিক ভবনসমূহে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে উপকারভোগী বাছাই, ফ্ল্যাট হস্তান্তর ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত সরকার এই নীতিমালা প্রণয়ন করল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই নীতিমালা 'জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার-এ নির্মিত বহুতল ভবনের উপরকারভোগী বাছাই, সরকারি ফ্ল্যাট হস্তান্তর ও রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, ২০২৫' নামে অভিহিত হবে।

(২) এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

৩। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়—

(১) **‘জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার’** অর্থ কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকুল মৌজায় বাস্তবায়িত ‘জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার’ কে বুঝাবে;

(২) **‘জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার’** অর্থ কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বন্দোবস্তকৃত বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় অননুমোদিত ও অস্থায়ীভাবে বসবাসরত, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত, ক্ষতিগ্রস্ত ও ভূমিহীন পরিবারকে বুঝাবে;

(৩) **‘পুনর্বাসন’** অর্থ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদানকে বুঝাবে;

(৪) **‘ইজারা’** অর্থ স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এবং রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ (সংশোধিত ২০০৪) অনুযায়ী ইজারাকে বুঝাবে;

(৫) **‘ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ’** অর্থ জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারকে বুঝাবে।

৪। **উপকারভোগী বাছাই :**

কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বন্দোবস্তকৃত কক্সবাজার বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় সরকারি ভূমিতে অননুমোদিত ও অস্থায়ীভাবে বসবাসরত, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত, ক্ষতিগ্রস্ত ও ভূমিহীন পরিবার চিহ্নিত করার লক্ষ্যে নিম্নরূপে একটি কমিটি গঠন করা হলো :

ক) জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের তালিকা প্রণয়ন কমিটি

১)	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	-	সভাপতি
২)	পুলিশ সুপার, কক্সবাজার	-	সদস্য
৩)	প্রশাসক/ মেয়র, কক্সবাজার সদর পৌরসভা	-	সদস্য
৪)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	-	সদস্য
৫)	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬)	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭)	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কক্সবাজার	-	সদস্য
৮)	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তি	-	সদস্য
৯)	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন এনজিও প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০)	ক্ষতিগ্রস্ত জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের প্রতিনিধি দুই জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কক্সবাজার সদর	-	সদস্য সচিব

উক্ত কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

১) কমিটি বিমান বন্দর সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার সরেজমিন পরিদর্শন, যাচাই ও চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করবে;

২) কমিটি কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বন্দোবস্তকৃত বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় অননুমোদিত ও অস্থায়ীভাবে বসবাসরতদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে :

- ক) বাস্তুভিটাহীন, ভূমিহীন, আর্থিকভাবে অসচ্ছল, দুস্থ পরিবার;
- খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাস্তুভিটাহীন পরিবার;
- গ) বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা/বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী পরিবার;
- ঘ) পরিবারের দুস্থতা বিবেচনা করে কমিটি অগ্রাধিকারের ক্রম তৈরি করবে;
- ঙ) কমিটি (অপেক্ষমান তালিকাসহ) অগ্রাধিকারের ক্রম অনুসারে চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করবে;

৫। **ফ্ল্যাট বরাদ্দ ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া :**

(১) উপকারভোগীর মধ্যে ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি ফ্ল্যাট বরাদ্দ কমিটি গঠন করা হলো :

১)	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ	-	সভাপতি
২)	প্রকল্প পরিচালক, ‘জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার	-	সদস্য
৩)	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	-	সদস্য
৪)	স্থানীয় ০১ জন গণ্যমান্য ও ০১ জন এনজিও প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৫)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিচালক	-	সদস্য
৬)	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার	-	সদস্য
৮)	এনজিও প্রতিনিধি একজন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৯)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কক্সবাজার	-	সদস্য সচিব

উক্ত কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

কমিটির কার্যপরিধি :

ক) তালিকা প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই করা;

খ) যাচাইকৃত আবেদনের ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান, প্রয়োজনে আবেদনকারীর উপস্থিতিতে লটারি পরিচালনা করা;

গ) বাছাইকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে অথবা, অন্য কোনো কারণে পুনরায় ফ্ল্যাট বরাদ্দ নিয়ে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্ত উপকারভোগীকে ইজারার মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে ৯৯ বছরের জন্য ইজারার মাধ্যমে মালিকানা প্রদান করা হবে। প্রতিটি ফ্ল্যাটের প্রতীকী ইজারা মূল্য হবে ১০০১ (এক হাজার এক) টাকা।

(৩) কমিটি ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে এই নীতিমালার ৬ ও ৭ নম্বর নীতি অনুসরণ করবে।

৬। **প্রকল্পে ফ্ল্যাট প্রাপ্তির যোগ্যতা**।—(১) জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের তালিকা প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অগ্রাধিকার তালিকা হতে নির্বাচিত পরিবার প্রকল্পে ফ্ল্যাট প্রাপ্তির যোগ্য হবেন।

(২) প্রকল্পে ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রাপ্তির পর কোনো ব্যক্তি মারা গেলে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের আবেদনক্রমে ওয়ারিশদের যৌথ/একক নামে ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়া হবে। তবে, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের যথাযথ কর্তৃপক্ষ, যেমন-সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ আদালত/নোটারি পাবলিক কর্তৃক উত্তরাধিকার (পিতা-মাতা, সন্তান, স্ত্রী/স্বামী) সার্টিফিকেটসহ সকল বৈধ কাগজপত্রাদি জমা দিতে হবে।

(৩) মৃত ব্যক্তির কোনো বৈধ উত্তরাধিকারী না পাওয়া গেলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে ধারাবাহিকভাবে ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করা হবে;

(৪) ফ্ল্যাট বরাদ্দ কমিটি উপযুক্ত বিবেচনায় যেকোনো আইনসঙ্গাত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে।

৭। **প্রকল্পে ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রক্রিয়া**।—(১) উপকারভোগী/ফ্ল্যাট বরাদ্দ পাওয়ার জন্য যোগ্যদের মধ্যে অগ্রাধিকারের ক্রম অনুসারে অথবা, ফ্ল্যাট বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তমতে লটারির মাধ্যমে ভবন ও ফ্ল্যাটের অস্থায়ী বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

(২) ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্তগণ ফ্ল্যাট ভাড়া/বিক্রয়/হস্তান্তর/সাবলেট দিতে পারবে না এবং ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ কাঠামো বা অনুমোদিত ডিজাইনের কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না। কেবল উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যবহার করতে পারবেন।

(৩) ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য তালিকাভুক্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত জলবায়ু উদ্বাস্তু ব্যক্তি পৃথকভাবে নির্ধারিত ফরমে (ফরম-১) আবেদন (পরিশিষ্ট-১) করতে হবে।

(৪) তালিকাভুক্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার কর্তৃক পৃথকভাবে অঙ্গীকারনামা (ফরম-২) প্রদান (পরিশিষ্ট-২) করতে হবে।

(৫) প্রাপ্ত আবেদন যাচাইপূর্বক বরাদ্দপত্র (ফরম-৩) প্রদান (পরিশিষ্ট-৩) করতে হবে।

(৬) ফ্ল্যাট ও ভবনের সকল রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্তগণকেই করতে হবে। বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাট কোনোভাবেই বাণিজ্যিক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

৮। **ফ্ল্যাটের ইজারা দলিল রেজিস্ট্রিকরণসহ মালিকানা হস্তান্তর।**—(১) ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে প্রকল্পে নিরবচ্ছিন্নভাবে ০৩ (তিন) বছর শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার পর ইজারা দলিল রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হবে।

(২) জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস ফ্ল্যাটের ইজারা দলিল সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি খরচ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়/জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার হতে বহন করা হবে।

(৩) ফ্ল্যাটের ইজারা দলিল রেজিস্ট্রিকরণসহ অন্যান্য দলিলে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার স্বাক্ষর করবেন।

৯। **প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান কমিটি।**—(১) প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠিত হবে :

সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান কমিটি

(১)	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	-	সভাপতি
(২)	পুলিশ সুপার, কক্সবাজার	-	সদস্য
(৩)	সিভিল সার্জন, কক্সবাজার	-	সদস্য
(৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার	-	সদস্য
(৫)	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার	-	সদস্য
(৬)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার	-	সদস্য
(৭)	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কক্সবাজার	-	সদস্য
(৮)	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার	-	সদস্য
(৯)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা, কক্সবাজার	-	সদস্য
(১০)	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কক্সবাজার সদর (যদি থাকে)	-	সদস্য
(১১)	মহাব্যবস্থাপক, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কক্সবাজার	-	সদস্য
(১২)	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, কক্সবাজার	-	সদস্য
(১৩)	ভবন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির প্রতিনিধি দুই জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(১৪)	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন এনজিও প্রতিনিধি	-	সদস্য
(১৫)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার	-	সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

কর্মপরিধি :

ক) কমিটি প্রতি ০৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে একটি সভা করবে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। কমিটি জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহবান করতে পারবে;

খ) কমিটি প্রকল্প এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পানি সরবরাহ, ভবনসমূহের সংরক্ষণ ও মেরামত, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জীবিকার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

গ) কমিটির বিবেচনায় প্রকল্পভুক্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অন্য যেকোনো কার্যক্রম;

ঘ) এ কমিটি ফ্ল্যাট ও প্রকল্পের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা প্রদান।

৯.১.১ প্রকল্প এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ, কক্সবাজার সদর প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে;

৯.১.২ প্রকল্প এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৯.১.৩ প্রকল্প এলাকার স্থাপনাসমূহের অতি জরুরি ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার সম্পন্ন করবে;

৯.১.৪ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও উপজেলা পরিষদ প্রকল্প এলাকায় অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(২) **ভবন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটি :** ভবন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভবন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিগণ সদস্য হবেন। একজন সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষসহ ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি থাকবে। নির্বাহী কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে ০২ (দুই) বছরের জন্য গঠিত হবে।

কর্মপরিধি :

ক) ভবন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি প্রতি ০২ (দুই) মাসে কমপক্ষে একটি সভা করবে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। কমিটি জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহবান করতে পারবে;

খ) প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান কমিটির পরামর্শক্রমে কমিটি প্রকল্প এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পানি সরবরাহ, ভবনসমূহের সংরক্ষণ ও মেরামত, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জীবিকার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

গ) কমিটি ভবন ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

ঘ) কমিটির বিবেচনায় প্রকল্পভুক্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সুপারিশ প্রদান করবে।

(৩) **ভবন ব্যবস্থাপনা কমিটি :** সংশ্লিষ্ট ভবনের ফ্ল্যাট মালিকগণের সমন্বয়ে একটি ভবন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে। একজন সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং একজন কোষাধ্যক্ষসহ ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি বরাদ্দপ্রাপ্ত সকলের মতামতের ভিত্তিতে গঠিত হবে।

কর্মপরিধি :

ক) ভবন ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি ০১ (এক) মাসে কমপক্ষে একটি সভা করবে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ভবন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। কমিটি জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহবান করতে পারবে;

খ) কমিটি সংশ্লিষ্ট ভবনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পানি সরবরাহ, ভবনসমূহের সংরক্ষণ ও মেরামত, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

গ) কমিটি কেন্দ্রীয় ভবন ব্যবস্থাপনা কমিটির পরামর্শক্রমে কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

১০। **ভবন ও প্রকল্প এলাকার দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা।—(১) সার্ভিস চার্জ :** প্রত্যেক উপকারভোগী প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফ্ল্যাট রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার প্রয়োজনে সার্ভিস চার্জ হিসেবে প্রদান করবে। প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান কমিটি এ সার্ভিস চার্জের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। যা দ্বারা একটি তহবিল গঠিত হবে। জেলা প্রশাসক, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে, তহবিল গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে।

(২) **সমবায় সমিতি গঠন :** ভবনের উপকারভোগী/ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রাপ্তদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠিত হবে, যা সমবায় সংক্রান্ত সরকারি বিধানমতে পরিচালিত হবে।

(৩) **ট্যাক্স ও ইউটিলিটি বিল পরিশোধ :** উপকারভোগী/ফ্ল্যাট বরাদ্দগ্রহীতাগণ নিজ দায়িত্বে যথানিয়মে ফ্ল্যাটের উপর প্রযোজ্য সকল প্রকারের সরকারি ট্যাক্স, ভূমি উন্নয়ন কর, বিদ্যুৎ ও পানির চার্জ/বিল বা অন্যান্য ইউটিলিটি বিল সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের বিধানমতে যথাসময়ে প্রদান করবে। যথাসময়ে উক্তরূপ বিল/চার্জ পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে ইউটিলিটি সুবিধাদি বন্ধ/বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট উপকারভোগী/ ফ্ল্যাট বরাদ্দগ্রহীতার উপর বর্তাবে।

(৪) **মসজিদ ও মন্দির :** ভবন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটি মসজিদ ও মন্দির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও মন্দির পরিচালনা কমিটি গঠন করবে। উক্ত কমিটি মসজিদ ও মন্দির পরিচালনার বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ভবন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট দাখিল করবে।

(৫) **সাইক্লোন শেল্টার ও কমিউনিটি সেন্টার :** সরকারের বিধি বিধানের আওতায় প্রকল্পে স্থাপিত সাইক্লোন শেল্টার ও কমিউনিটি সেন্টার পরিচালিত হবে। উপকারভোগীদের প্রয়োজন অনুসারে সাইক্লোন শেল্টারকে স্কুল বা কমিউনিটি ক্লিনিক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। প্রকল্পে সুবিধাভোগী জনগণ তাদের সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কমিউনিটি সেন্টার ব্যবহার করতে পারবে। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার কমিউনিটি সেন্টার এর ভাড়া, সাইক্লোন শেল্টারের ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য বিধি-বিধান নির্ধারণ করবেন।

(৬) **প্রকল্প এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা :** সরকারের বিদ্যমান বিধি বিধানের আওতায় এ প্রকল্পে স্থাপিত সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হবে।

(৭) **স্বাস্থ্যবিধান ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা :** এই প্রকল্পের আওতায় পাম্প হাউজ নির্মাণ, সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য স্থাপিত রিভার্স অসমোসিস (RO) প্লান্ট ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য স্থাপিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (WTP) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৮) **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :** প্রকল্পের অভ্যন্তরে স্থাপিত ডাস্টবিন ও সেকেন্ডারি ডাম্পিং স্টেশনের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ভবন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং উপজেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

(৯) **সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (STP) :** প্রকল্পের অভ্যন্তরে আবাসিক ভবন হতে নির্গত দূষিত পানি পরিশোধনের জন্য গ্রে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও সেপটিক ট্যাংক হতে নির্গত বর্জ্য পরিশোধনের জন্য স্থাপিত এসটিপি এর ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করবে এবং উপজেলা পরিষদ, কক্সবাজার সদর তত্ত্বাবধান করবে।

(১০) **পুকুর ও জলাশয় :** প্রকল্প এলাকার পুকুর ও জলাশয় শুধুমাত্র ফ্ল্যাট বরাদ্দ গ্রহীতাগণের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রকল্প এলাকায় গঠিত সমবায় সমিতি সম্মিলিতভাবে মাছ চাষ করতে পারবে।

(১১) **সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ :** জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রকল্পের আবাসিক ভবনের ছাদ ও অন্যান্য স্থানে স্থাপিত সোলার প্যানেলসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। ভবন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকল্প এলাকার সড়কের নিরাপত্তা ও আলোর ব্যবস্থা করবে।

(১২) **বনায়ন :** প্রকল্প এলাকায় বনায়ন এর জন্য রোপিত গাছসমূহ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ, সদর উপজেলা এবং বন বিভাগ এক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

(১৩) **খেলাধুলার মাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান :** ভবন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকল্প এলাকার মাঠসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(১৪) **বাজার ব্যবস্থাপনা :** ভবন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকল্পের বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। বাজার ইজারা কিংবা বাজারের দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১। কারিগরি প্রশিক্ষণ।—জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, অর্থ বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ (কম্পিউটার পরিচালনা, ড্রাইভিং, সেলাই, বুটিক, পর্যটন, নার্সিং ইত্যাদি) প্রদান করে থাকে। জেলা প্রশাসক তাদের সাথে সমন্বয়পূর্বক এখানে বসবাসকারী নারী, যুব-যুবতীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২। প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল।—আবাসিক এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করা যাবে।

১৩। অভিযোগ প্রতিকার।—(১) উপকারভোগী বাছাই ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রক্রিয়ায় কোনো অভিযোগ থাকলে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার-এর নিকট দাখিল করা যাবে। জেলা প্রশাসক ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন।

(২) জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বরাবর আপিল করা যাবে। বিভাগীয় কমিশনার আবেদন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন।

(৩) এ নীতিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের জটিলতা বা সমস্যার উদ্ভব হলে তা নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১৪। উত্তরাধিকারী না থাকলে কিংবা প্রকল্প সমাপ্ত হলে।—(১) কোনো পরিবারের কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে উক্ত ফ্ল্যাট জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকবে এবং ফ্ল্যাট বরাদ্দ ও হস্তান্তর কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে তা পুনঃবরাদ্দ প্রদান করা হবে।

(২) 'জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার' শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্ত হলে সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার পুনর্বাসন ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদিত হবে। তবে, যে কোনো বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উদেষ্টার কার্যালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৫। ইজারা বাতিল।—(১) ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্তগণ ইজারা বরাদ্দের শর্তসমূহ ভঙ্গ করলে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ইজারা বাতিল করতে পারবে।

(২) কোনো ইজারাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফ্ল্যাট ইজারা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে বা ফেরত প্রদান করতে ইচ্ছুক হলে ফেরত প্রদান করতে পারবে।

১৬। নীতিমালা সংশোধন।—প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এই নীতিমালা পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১৭। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) ফ্ল্যাট হস্তান্তর ও রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, ২০২০, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলে উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হলো।

(২) উপ-নীতি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও প্রযোজ্যক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালার অধীন কৃত সকল কাজ এই নীতিমালার অধীন কৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী
মহাপরিচালক (প্রশাসন)।

পরিশিষ্ট-১

ফরম নং-১

আবেদনপত্র

ছবি

তারিখ :

বরাবর
সভাপতি
ফ্ল্যাট বরাদ্দ কমিটি
জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার
মাধ্যম : জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার

বিষয় : ‘জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার’ শীর্ষক প্রকল্প ০১(এক)টি ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

‘জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার’ শীর্ষক প্রকল্প পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে আমি একজন। কক্সবাজার বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় ‘জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার’ শীর্ষক প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী আমি ০১ (এক)টি ফ্ল্যাট ইজারা পেতে ইচ্ছুক। নিম্নে আমার বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলো।

ক্রমিক নং	আবেদনকারী ও পরিবারের সদস্যদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম এবং মাতার নাম	জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নম্বর
১			
২			
৩			
৪			

খ) জলবায়ু উদ্বাস্তু হবার পূর্বের ঠিকানা :

গ্রাম :.............ওয়ার্ড :...........ইউনিয়ন :...........উপজেলা :............ জেলা :...............

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, এ বিষয়ে মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং এ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে একটি ফ্ল্যাট ইজারা বরাদ্দ প্রদানের জন্য সদয় অনুরোধ করছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বাক্ষর :
নাম :
এনআইডি নম্বর :
মোবাইল নম্বর :

অফিস কর্তৃক পুরণীয়

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, প্রাপ্ত তথ্য মতে আবেদনকারী তালিকাভুক্ত জলবায়ু উদ্বাস্তুদের মধ্যে...............নং ক্রমিকে অন্তর্ভুক্ত।

প্রত্যয়নকারীর স্বাক্ষর :	সুপারিশকারীর স্বাক্ষর :
পদবি : সহকারী কমিশনার (ভূমি)	পদবি : উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সিল:	সিল :
উপজেলা :	উপজেলা :
জেলা :	জেলা :

সংযুক্ত কাজের তালিকা :

১. নাগরিকত্ব সনদ

২. এনআইডি'র কপি

৩. সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়ারিশ সনদ :

পরিশিষ্ট-২

ফরম নং-২

অঙ্গীকারনামা

আমি :---------------------------------পিতা :---

মাতা :----------------------------------গ্রাম :---

ডাকঘর :----------------------------------ইউনিয়ন :------------------------------------

উপজেলা :--------------------------------জেলা :--------------------------------------

জাতীয় পরিচয়পত্র নং- ---------------------------------------এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমি কক্সবাজার বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত জলবায়ু উদ্বাস্তু একজন ব্যক্তি। আমার নামে সরকারি কোনো জমি/ফ্ল্যাট ইতঃপূর্বে বরাদ্দ দেয়া হয় নি। এছাড়া আমি প্রকৃত ভূমিহীন একজন ব্যক্তি, আমার কোনো জায়গা জমি নেই এবং গৃহ ক্রয়/নির্মাণে আমার আর্থিক সক্ষমতা নেই।

আমি আরোও ঘোষণা করিতেছি যে, আমার অনুকূলে 'জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার' শীর্ষক প্রকল্পে ফ্ল্যাট বরাদ্দপত্রের সকল শর্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকব। এখানে প্রদত্ত কোনো তথ্য যদি অসত্য প্রমাণিত হয় অথবা বরাদ্দপত্রের কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে আমার অনুকূলে বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাট বরাদ্দ বাতিলের ক্ষমতা ফ্ল্যাট বরাদ্দ কমিটি/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় সংরক্ষণ করবে।

স্বাক্ষর :

নাম :

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর-

পরিশিষ্ট-৩

ফরম নং-৩

বরাদ্দপত্র

ছবি

স্মারক নং-　　　　　　　　তারিখ :

নাম	:	
পিতা/স্বামীর নাম	:	
মাতার নাম	:	
জন্ম তারিখ	:	
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	:	
গ্রাম	:	
মৌজার নাম	:	
ইউনিয়ন	:	

বিষয় : ‘জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার’ শীর্ষক প্রকল্পের ফ্ল্যাট ইজারা বরাদ্দপত্র।

জনাব,

আপনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বন্দোবস্তকৃত কক্সবাজার বিমান বন্দর সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত জলবায়ু উদ্বাস্তু হিসেবে ‘জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার’ শীর্ষক প্রকল্পে নির্মিত --------বর্গফুট (নিট ব্যবহার -------বর্গফুট এবং কমন ব্যবহার---------------বর্গফুট) আয়তনের ১টি ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়া হলো।

বরাদ্দের শর্তাবলি :

১) বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাট কোনোক্রমেই বাণিজ্যিক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

২) প্রকল্প স্থানে কোনো প্রকারের কাঠামোগত বিকৃতি/পরিবর্তন করা যাবে না।

৩) ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ------------টাকা ইজারা মূল্য পরিশোধ করতে হবে। বরাদ্দ প্রাপ্তির পর প্রকল্পে নিরবচ্ছিন্নভাবে ০৩ বছর শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস বিবেচনায় বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুকূলে ইজারা দলিল রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হবে।

৪) প্রকল্পের ফ্ল্যাট কেনো উপায়েই হস্তান্তর করা যাবে না।

৫) বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃতজনিত কারণে শুধু তার বৈধ ওয়ারিশদের মধ্যে জেলা প্রশাসকের অনুমতিক্রমে হস্তান্তর করা যাবে।

৬) আবেদনপত্রে মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হলে কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৭) পুকুরসহ সকল পাবলিক স্থাপনা পরিচালনার জন্য সকল পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্য নিয়ে সমবায় সমিতি কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৮) ফ্ল্যাটের ও ভবনের অভ্যন্তরীণ সকল রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রাপ্তদের করতে হবে।

৯) রক্ষণাবেক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্ত সকলে একে অপরকে এবং কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে হবে।

১০) ফ্ল্যাট ইজারা গ্রহণকারীকে ফ্ল্যাটের উপর প্রযোজ্য সকল প্রকারের সরকারি ট্যাক্স, ইউটিলিটি বিল বা অন্যান্য কর পরিশোধ করতে হবে।

১১) উপর্যুক্ত শর্তাবলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের জটিলতা বা সমস্যার উদ্ভব হলে তা নিরসনের সকল ক্ষমতা ‘জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প (খুরুশকুল), কক্সবাজার’ শীর্ষক প্রকল্প/ প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় সংরক্ষণ করবে।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বাক্ষর
নাম

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd